কারণশক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ নাই। অগ্নি হইতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গরাশির যেমন কোনও পার্থক্য নাই—তেমনি বৈভুচৈতন্য পরমেশ্বর হইতে অণুচৈতন্য জীবেরও পার্থক্য নাই। এই প্রকারে পরমেশ্বর হইতে জীবের স্বতন্ত্র সত্ত্বা দর্শন করে না, এবম্ভূত তোমার ভক্ত হইতে যদ্যপি অন্য কেহ প্রিয় নাই, তথাপি হে বৎসল! ভৃত্যপ্রিয় যাহারা ভৃত্য-প্রভুভাবে তোমাকে ভজন করে, তাহাদের যে তোমাতে অনন্যাবৃত্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী অসাধারণী ভক্তি, সেই ভক্তিদানে আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। অর্থাৎ প্রস্তুত বিষয় বলিয়া জ্ঞানীভক্ত আমাদিগকে সেই ভৃত্য-প্রভুভাবময়ী ভক্তিদানে কৃপা করুন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রকরণটি যোগেশ্বরগণের কৃত স্তব। কাজেই সেই জ্ঞানীভক্ত নিজেদের প্রতি ভৃত্যপ্রভুভাবে অনুগ্রহপ্রার্থনারূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। অনন্তর মূল শ্লোকে 'জ্ঞাত্বা এবং অজ্ঞাত্বা' অর্থাৎ জানিয়া ও না জানিয়া যাহারা আমাকে ভজন করে, এইরূপ উল্লেখ থাকায় যাহারা না জানিয়া ভজে, তাহাদের হেয়ত্ব আর যাহারা জানিয়া ভজে, তাহাদের উপাদেয়ত্ব অথবা যাহারা না জানিয়া ভজে, তাহাদের উপাদেয়ত্ব আর যাহারা জানিয়া ভজে, তাহাদের হেয়ত্ব—এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। যেহেতু "আজ্ঞায়ৈবং" এই পূর্ব্বোক্তশ্লোকে যেমন "সত্তম" এইরূপ সৎ পদ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এস্থানে সৎপদ উল্লেখ না করিয়া "ভক্ততমাঃ এই ভক্তপদ উল্লেখ থাকায় ভক্তির স্বরূপগত আধিক্য যে এই ভক্তগণেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপ বলাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত। বিশেষতঃ "কে যে মতাঃ" অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি ভক্ততম বলিয়া জানি, এইরূপ উল্লেখ থাকায় তাহারাই যে শ্রীভগবানের অভিপ্রেত ঐকান্তিক ভক্ত, তাহাই সুচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কিন্তু এইরূপ শ্লোক উল্লেখ করেন নাই। অতএব, সাধুলক্ষণ প্রকরণে প্রত্যেক পদেই একবচন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থানে এই শ্লোকে সেই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌরবে "যে তে মতাঃ" অর্থাৎ যাহারা এই জানিয়া বা না জানিয়া ভজন করে, তাহারা আমার বিশেষ গৌরবের পাত্র—এইরূপ বহুবচন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব এইপ্রকার ভাবযুক্ত সাধকভক্তই যদি শ্রীভগবানের গৌরবের পাত্র হয়, তাহা হইলে যাহারা সেই দাস্যাদিভাবে শ্রীভগবানে প্রেম লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহারা যে কত গৌরবের—তাহা তো বলাই বাহুল্য। এই সকল দাস্যাদিভাবে ভজনের বিস্তার রাগানুগাভক্তিবর্ণন প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবেন। ১১।১১॥